ইয়াবা আত্মসাতের অভিযোগের মধ্যেই এসআইকে পুরস্কৃত করলেন এসপি



ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধারের অভিযানে এক লাখ পিস আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বালুখালী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে। অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই রোববার (২৫ অক্টোবর) তাঁকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেন জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এ এন এম সাজেদুর রহমান। একই ঘটনায় উখিয়া থানার ওসিকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের থাইংখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছৈয়দুল বশর ওরফে সিসি বশরকে আটক করে পুলিশ। অভিযোগকারী সরওয়ার সিকদারের দাবি, ওই অভিযানে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার হলেও মামলার এজাহারে ৫০ হাজার পিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি এক লাখ পিস সরিয়ে ফেলার অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ওই ইয়াবা পরে এক কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়। তবে অভিযোগের সত্যতা এখনো তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মামলার সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা দেলোয়ার ও সাদ্দাম দাবি করেছেন, অভিযান ও ইয়াবা উদ্ধারের বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত জানেন না। মামলায় তাঁদের নাম সাক্ষী হিসেবে থাকার বিষয়েও অবগত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আবদুল কুদ্দুস বলেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। অভিযোগের তথ্য পাঠাতে বলার পাশাপাশি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন তিনি।

এদিকে, অভিযুক্ত এসআইকে পুরস্কার দেওয়ার সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। জেলা পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সাধারণত মাসিক সভায় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুলিশ সদস্যদের পুরস্কৃত করা হয়। তবে অভিযোগ প্রকাশের দিন এসপির থানায় গিয়ে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছেও বিস্ময়কর।

স্থানীয়দের দাবি, অভিযানের সিসিটিভি ফুটেজ, জব্দতালিকা, মামলার নথি ও সাক্ষীদের বক্তব্য যাচাই করলে উদ্ধার করা ইয়াবার প্রকৃত পরিমাণ জানা সম্ভব। কক্সবাজার নাগরিক আন্দোলনের সদস্যসচিব এইচ এম নজরুল ইসলামও অভিযোগের মধ্যে এসআইকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।

এসপি এ এন এম সাজেদুর রহমানের বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।